

১৩ থেকে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায়োজা আগাম আবহাওয়া বার্তা ও কৃষি উপদেষ্টা: আগামী দিনগুলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৪.৬ থেকে ২৫.৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থাকতে পারে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৩ থেকে ১৪.২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থাকতে পারে। আকাশ পরিষ্কার থাকতে পারে। সকালের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪৫ থেকে ৫৮ শতাংশ এবং বিকালের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ২৩ থেকে ৩০ শতাংশ থাকতে পারে। বাতাস ৮ থেকে ১১ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় উত্তর-পূর্ব দিক থেকে বইতে পারে।

সুন্দরবনের সুরক্ষাকবচ

বাগদা চিংড়ি রফতানিতে সরকারি উৎসাহ প্রদানে সুন্দরবনে বেড়েই চলেছে ভেড়ির সংখ্যা। তার ফলে এখানে বেড়েছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও। এছাড়া নদীর পলি থেকে ইট তৈরিতে বাড়ে ইটভাটার সংখ্যা। সুন্দরবনের মিষ্টি জলের নদীর প্রবাহ কমতে শুরু করে। এই সব নদীতে পলি জমার ফলে জোয়ারে আগত সমুদ্র-জলের নুন আর পরিষ্কার হয় না। নুনের পরিমাণ জমিতে ও জলে বেড়ে যায়। জল ও জমি লবণাক্ত হয়ে যায়। এলাকার স্বাভাবিক কৃষি ও মাছচাষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুন্দরবন বাঁচাতে, অর্ধসামাজিক উন্নয়নের দিশা দিয়েছেন বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন বরিশত কৃষক ড. পরিতোষ বিশ্বাল।



চাষবিহীন-চাষ কথটি অদ্ভুত। কিন্তু বাস্তবিকই তাই। জমি চাষ করার দরকার একেবারেই নেই। লাঙল, গরুর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই ট্রাক্টর বা পাওয়ার টিলারের। আর চাষ করার সময়ও নেই। মাটি বন্য়ার পর জমির জল নেমে গেলে, এটেল কাণা মাটি দেখা দিলেই তার উপর লাইন করে এক হাত অন্তর গোবর সার বা জৈব পাতা-পচা সার এক কেজির মতো করে জমা রাখতে হবে। ওই জৈব সারের মাঝে অক্ষুরিত বীজ: আলু, পেঁয়াজ, সীম, লাট, কুমড়া বা তাদের ৫-৬ ইঞ্চি লম্বা চারা সোজাসুজি গর্ত করে বসিয়ে একটু মিঠা জল পান করাতে হবে। চারা লেগে গেলে বা বীজ থেকে চারা বের হওয়ার ২০-২৫ দিন পর ওই চারা-গাছের গোড়া থেকে ১০-১২ ইঞ্চি দূরে চাপান সার: হাড়ের গুঁড়ো, এনপিকেঃঃ ১৩ঃ২৬ঃ২৬ গাছের চারিদিকে দিয়ে নিড়ানী দিয়ে মাটি খুঁচিয়ে দিতে হবে। সেই সাথে জল। তাহলে ফলন ভাল হয়।

শেষ পর্ব

স্বাভাবিক চাষ ব্যা না হলে স্বাভাবিক চাষ।
ভাসমান চাষ চাষের জমি, বিল, বাওর, খাল, বিল, মজা দিঘি, নদী বা বড় পুকুর যেখানে বেশীর ভাগ সময় জল জমা থাকে, সেই সব জলা জায়গায়। ভাসমান পদ্ধতিতে চাষবাস রেড ইন্ডিয়ানরা ৯০০ থেকে ১০০০ ব্রিস্টলে টেনোকটিটলান হ্রদের জলাভূমিতে ভাসমান বাগান সৃষ্টি করেন। মেকিকোর সেন্টাল ভ্যালিতে আজটেক্স সভ্যতার এক অপূর্ব নিদর্শন। ভারতবর্ষে কাশ্মীরের ডাল লেকে এবং মনিপুরে লোকটাক লেকে তামামান বাগান প্রাচীন কাল থেকে দেখতে পাওয়া যায়। এখন সারি পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে।
ভাসমান চাষের ব্যবহার ব্যবহার বহুপ্রকার, যেমনঃ ১) ধানের বীজতলা, ২) সবজি চাষ, ৩) মশলা চাষ, ৪) মাশরুম চাষ, ৫) ফল চাষ, ৬) মুরগী চাষ।
ভাসমান মাচা-চাষ যেখানে কচুরিপানার অভাব, সেখানে জলের উপর খালি ড্রামের সাহায্যে ভাসমান বাঁশের মাচা করা হয়। এই মাচার উপর প্লাস্টিকের ব্যাগের মধ্যে কম্পোস্ট সার, কোকো পিট, নারিকেলের ছোবড়ার গুঁড়ো, কাঠের গুঁড়ো, বেলে দৌঁশায় মাটির সাথে অন্যান্য জৈব সার মিশিয়ে ভর্তি করে এই ব্যাগে গাছের চারা রোপন করে অল্প জল দিতে হয়। চারা লেগে গেলে, জৈব চাপান সারও দিতে হবে। তাতে ফলন বাড়ে। ১২০১৯ সালে পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে জাপান সোশাল ডেভলপমেন্ট ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় ভাসমান মাচা পদ্ধতিতে সুন্দরবনের হিল্ললগঞ্জ রকের কুমিরমারি, আমতলী, পানিজালি, ছোট মোল্লাখাল, সদেশখালি প্রভৃতি গ্রামে প্রায় ১১ হাজার বর্গ ফুট এলাকায় ভাসমান পদ্ধতিতে চাষ শুরু হয়েছে। সুন্দরবনের চাষিরা খুবই উৎসাহী।

ভাসমান মাচা-চাষ যেখানে কচুরিপানার অভাব, সেখানে জলের উপর খালি ড্রামের সাহায্যে ভাসমান বাঁশের মাচা করা হয়। এই মাচার উপর প্লাস্টিকের ব্যাগের মধ্যে কম্পোস্ট সার, কোকো পিট, নারিকেলের ছোবড়ার গুঁড়ো, কাঠের গুঁড়ো, বেলে দৌঁশায় মাটির সাথে অন্যান্য জৈব সার মিশিয়ে ভর্তি করে এই ব্যাগে গাছের চারা রোপন করে অল্প জল দিতে হয়। চারা লেগে গেলে, জৈব চাপান সারও দিতে হবে। তাতে ফলন বাড়ে। ১২০১৯ সালে পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে জাপান সোশাল ডেভলপমেন্ট ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় ভাসমান মাচা পদ্ধতিতে সুন্দরবনের হিল্ললগঞ্জ রকের কুমিরমারি, আমতলী, পানিজালি, ছোট মোল্লাখাল, সদেশখালি প্রভৃতি গ্রামে প্রায় ১১ হাজার বর্গ ফুট এলাকায় ভাসমান পদ্ধতিতে চাষ শুরু হয়েছে। সুন্দরবনের চাষিরা খুবই উৎসাহী।
ভাসমান মাচা-চাষ জলের উপর এক শতাংশ জায়গার বেড বা ভেলা তৈরিতে পাঁচ শতাংশ জায়গার কচুরিপানা লাগে। জলে ভেসে থাকা কচুরিপানার স্তর যেখানে ঘন ও লম্বা, এমন জায়গা বাছতে হবে। কচুরিপানার ঘন লম্বা পুরু স্তরের উপর নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের (১০ মিটার বা ২০-২২ হাত) লম্বা দুটি বাঁশ ফেলে দেড় মিটার (২-৩ হাত) চওড়ার দুটি বাঁশ সমকোণে আড়াআড়ি ফেলে আয়তাকার ক্ষেত্র করতে হবে। মাঝে আড়াআড়ি (২-৩ হাত) বাঁশ বেঁধে জলের উপর মাচা তৈরি করে তার উপর উঠে শরীরের ভারসাম্য রেখে দুই পাশ থেকে টেনে এনে লম্বা-লম্বা দুলালিততা, সঙ্কলতা, হেল্পেললতা কলসিলতা, ঝাঁকি, হোগলা, কয়লা, মাদুর ঘাস, শোলা গাছ, নানারকম আগাছা, ধানের খড়, আখের ছোবড়া, কলাগাছের শুকনো বাসনা, অন্যান্য গাছের শুকনো পাতা, ডাল ওই বেডের উপর বিছিয়ে দিতে হয়। তার উপর এবার কচুরিপানা স্তরে স্তরে সাজাতে হবে। কচুরিপানা জলে যেমনভাবে থাকে, ঠিক সেইভাবে ঘন করে অর্থাৎ খাড়া করে সাজাতে হবে। পরবর্তী স্তর সাজানোর

সংবাদ প্রতিদিন | বুধবার ১৩ ডিসেম্বর ২০২৩

চাষবাস

মিশরীয় ডুমুরে ধনলাভ

ডুমুর গাছের বৈজ্ঞানিক নাম Ficus carica। এটি Moraceae পরিবারের Ficus গণের একটি উদ্ভিদ। বর্তমানে এটি বিভিন্ন দেশে অত্যন্ত লাভজনকভাবে চাষ করা হচ্ছে। ফাইকাস গণভুক্ত প্রায় ৮০০ প্রজাতির মধ্যে মিশরীয় ডুমুর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি। এই ফলের আকার কাকডুমুর-এর চাইতে বড়; এটি একটি জনপ্রিয় মিষ্টি ও রসালো ফল। হিন্দি, মারাঠি, ফার্সি ও উর্দু ভাষায় এই ফলকে আঞ্জির বলা হয়। ডুমুরগুলো বাস্তবে আসল ফলের বদলে গলটানো ফুল, সুতরাং, কোনও ডুমুর গাছে লোকে আদর্শেই ফুল দেখতে পায় না। ডুমুর গাছের বৃদ্ধি খুব সহজ এবং একবার রোপণ করলে সেগুলো প্রচণ্ড দ্রুত চারপাশের গাছপালাকে চেপে দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

ব্যবহার মিশরীয় ডুমুর ফলের উপরের আবরণ খুব পাতলা ও নরম। খেতে খুবই সুস্বাদু ও মিষ্টি। এটি খুব রসালো ফল ও অনেক বড় হয়। এটি দু'ভাবে খাওয়া যায়। পাকা ফল আবরণসহ সরাসরি খাওয়া যায়। অন্যটি হল রোদে শুকিয়ে কাচের সরে রেখে সারা বছর খাওয়া যায়। তাছাড়াও পাকা ডুমুর দিয়ে জ্যাম, জেলি, চাটনি ইত্যাদি তৈরি করে খাওয়া যায়। পাকা ডুমুর শুকিয়ে বিভিন্ন রকমের খাবারের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা যায়। সাধারণত কাঁচা ডুমুরের ফলকে সবজি হিসেবে খাওয়া হয় গ্রামের দিকে। কারণ এই ফল দিয়ে দারুণ তরকারি বানানো যায়। তাছাড়া স্যালাদের মাধ্যমেও ডুমুর খাওয়া যেতে পারে। রান্নাঘর এবং রেফ্রিজারেটরে ডুমুর ভালভাবে এর জায়গা করে নিচ্ছে। বসন্ত এই ফলের মিষ্টি মুচমুচেভাব থেকেই মিস্ট্রান ব্র্যে আপনি সামিল করতে পারেন, এর পুষ্টিকর এবং স্বাস্থ্য উপযোগিতা এই ফলে আরও অনেক কিছু যোগ করে।

ডুমুর ফলের পুষ্টি গুণ বলিডুমুরের ফল খুবই সুস্বাদু এবং পুষ্টিগুণে ভরপুর। আর এই ফল স্বাদে অতুলনীয় তো বটেই, সেই সঙ্গে এর নানা রকম পুষ্টিগুণও বিদ্যমান। ফলে স্বাস্থ্যের জন্যও এই ফল খুবই উপকারি। তাছাড়া ডুমুরের প্রতি ১০০ গ্রামে পুষ্টিমান: ক্যালোরি- ৩১০ kJ (৭৪ কিলোক্যালরি), শর্করা- ১১.৫ গ্রাম, সুগার- ১.৫ গ্রাম, খাদ্য ফাইবার - ৩ গ্রাম, ফ্যাট- ০.৩ গ্রাম, প্রোটিন- ০.৮ গ্রাম। শুকনো ডুমুরের প্রতি ১০০ গ্রামে পুষ্টিমান: ক্যালরি- ১,০৪১ kJ (২৪৯ কিলোক্যালরি), শর্করা- ৬৪ গ্রাম, সুগার- ৪৮ গ্রাম, খাদ্য ফাইবার- ১০ গ্রাম। ফ্যাট- ৩ গ্রাম, প্রোটিন- ৩ গ্রাম। ডুমুরে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, ভিটামিন বি ১, ভিটামিন বি ২, ছাড়াও প্রায় সব রকমের জরুরি নিউট্রিশনস যেমন ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন, ফসফরাস, সোডিয়াম, ম্যাগনিজ, পটাশিয়াম ইত্যাদি আছে। ভিটামিন এ, ক্যালসিয়াম ও পটাশিয়ামের অভাবজনিত রোগে এটি বেশ কার্যকরী। কার্বোহাইড্রেট, সুগার, ফ্যাট, প্রোটিন, থায়ামিন, রিবোফ্লাভিন, ক্যালসিয়াম, আয়রন ছাড়াও বিভিন্ন পুষ্টিগুণে ভরপুর এই ডুমুর।

ডুমুরের স্বাস্থ্য উপযোগিতা পুষ্টিগুণে পাশাপাশি ডুমুরের অনেক ঔষধি গুণও রয়েছে। সেগুলি হল- ১) কোষ্ঠরুদ্ধতা থেকে মুক্তি দেয়: ডুমুরের মধ্যে একটি বাঁচা চারা লাগানোর ১৫-২০ দিন আগেই প্রতি বর্গ মিটার ১০ গ্রাম হিসাবে ইউরিয়া জলে গুলে সেই দ্রব্য ওই ভাসমান বেডে ছিটিয়ে দিতে হয়। বেডের উপর সরাসরি বীজ বা চারা পোঁতাও যায়। ধানের খড় বা ঝাঁকি বা অন্য আগাছা দিয়ে তৈরি বিড়া বা আঁটিতে বা প্লাস্টিকের ব্যাগে জলজ পাতাচাপা জৈব সার ভরে তাতে ফসলের অক্ষুরিত বীজ বপন করে রোদে রেখে চারা তৈরী করা হয়। ১৫-২০ দিন বয়সের ৫-৬ ইঞ্চি লম্বা চারা ভাসমান বেডে অল্প গর্ত করে লাগানো হয়। অল্প জলও দেওয়া হয়। চারা সকাল বেলায় লাগানো ভাল, আর বিড়ার চারাই লাগানো উচিত। জৈব বিড়া পাঠের সার হিসাবে কাজে লাগে। চারা লাগানোর পরে চারার পাশে ১-২ চামচ জৈব সার, হাড়ের গুঁড়ো, সর্বের খালের গুঁড়ো দিলে চারা দ্রুত বাড়ে। মিশ্র চাষে বেশি ফসল হয়।

ফসলের পরিচর্যা ভাসমান বেডে অসুস্থ গাছ বা আগাছা দেখলে তুলে ফেলতে হবে। ভাসমান বেডে সাধারণত রাসায়নিক সার লাগে না। তবে দরকার মতো জন্তর হাড়ের গুঁড়ো, নিম বা মছয়ার খালের গুঁড়ো ব্যবহার করা হয়। লতানো গাছের জন্য বাঁশের খুঁটির উপর লোহার তারের মাচা করা হয়, ফলন বাড়ে। পাখি, ইঁদুর, হাঁসের থেকে রক্ষা পেতে ভাসমান বেডের উপর জাল দিয়ে ঘিরে দিতে হয়। পোকা-মাকড়ের হাত থেকে বাঁচতে ১০ লিটার জলে ০-৪০ গ্রাম গুঁড়ো সাবান গুলে আক্রান্ত গাছে স্প্রে করতে হয়। বন্য়ার শেষে ভাসমান জৈব বেড মাটিতে বসে যায়। তখন ভেঙে দিয়ে জমিতে মেশালে ভাল জৈব সার পাওয়া যায়।

মাছ ও কাঁকড়া চাষ পুকুরের জলে বিভিন্ন স্তরে দড়ি বেঁধে বাঁশের বা নাইলনের খাঁচায় মাছ বা কাঁকড়া চাষ করা সম্ভব। বন্য়ার সময় বা ঝড়ের সময় এই খাঁচা নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া যায়। ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। আয়ও বাড়ে।
যাতায়াত জল বেশি হলে, নৌকা ব্যবহার করতে হবে। বন্য়ার সময় নৌকাই ভরসা, তবে শেষ ভরসা- ভগবান!



ডুমুরে

মিশরীয় ডুমুর ফল স্বাদে অতুলনীয়। এর নানা রকম পুষ্টিগুণও বিদ্যমান। ডুমুর একটি সম্ভাবনাময় ফসল। যা চাষ করে দেশের বেকারত্ব দূর এবং রফতানি করে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। লিখেছেন বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক **তন্ময় মণ্ডল** ও অধ্যাপক **ফটিক কুমার বাউড়ি**

পরিমাণে ভিটামিন এ থাকে, দুগ্ধশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে এবং চোখের দৃষ্টি হারানো প্রতিরোধ করার জন্য দায়ী যা একটা পরিপোষক উপাদান। ৪) রাতে ভাল ঘুম হতে দেয়: গবেষণার প্রমাণ নির্দেশ করে যে ডুমুর শরীরে মেলোটোনিন মোচন করতে সাহায্য করে, যা আপনার নিদ্রা-জাগরণ চক্রগুলি নিয়ন্ত্রিত করে এবং অনিদ্রা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। ৫) লিভারের (যকৃৎ) ক্রিয়া উন্নত করে: ডুমুরে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট এবং পুষ্টিকর যৌগগুলির একটা ভাণ্ডার থাকে। চিকিৎসা প্রাক পণ্যে গবেষণাগুলি ইঙ্গিত দেয় যে এই যৌগগুলি, যকৃতের ক্ষতি প্রতিরোধ করে এবং যকৃতের ক্ষতিকারক পদার্থ নিষ্কাশন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ৬) রক্তচাপ তুলে ধরতে পক্ষে উপযোগী: ডুমুরে আয়রন বা লোহার একটা ভাল উৎস। ডুমুরের নিয়মিত ব্যবহার আপনার শরীরে হিমোগ্লোবিন এবং লোহিত রক্তকণিকগুলির পরিমাণ বৃদ্ধি করে। ৭) হৃদকের পক্ষে উপযোগী: ডুমুর আপনার হৃদকের পক্ষে পুষ্টিবিধান এবং প্রাকৃতিক অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টগুলির একটা উৎস উৎস যোগায়।

৮) চুল পড়া প্রতিরোধ করে: রক্তিক আপনার হৃদকের মত, ডুমুর আপনার মাথার খুলির হৃদকের পুষ্টিবিধান করে। ৯) রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে: রক্তচাপে ডুমুরে আপনার ইতিবাচক প্রভাব গবেষণাগুলি দেখিয়েছে।
উৎপাদন এলাকা অনেক দেশে এর চাষ হয়, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য এবং পশ্চিম এশিয়ায় এটি বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করা হয় এবং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। আফগানিস্তান থেকে পর্তুগাল পর্যন্ত এই ফলের বাণিজ্যিক চাষ হয়ে থাকে। ডুমুর ফলটির নামের সঙ্গে সবাই হয়তো পরিচিত নন।

মক্কাতেই এই ফলের চাষ খুব ভাল পরিমাণে হলেও, বর্তমানে ভারতের এই বিশেষ প্রজাতির ফলের চাষাবাদ বেশ দ্রুত গতিতে হচ্ছে। কৃষকরা এই ডুমুর জাতীয় ফলের চাষ নিয়ে বেশ আশাবাদী।
ডুমুর গাছের আকৃতি ডুমুর গাছ খুব দ্রুত বেড়ে উঠতে পারে। তবে এই গাছের চারিদিকে ছড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করার মতো। এই কারণে ডুমুর গাছের দৈর্ঘ্য বেশি হয় না, বরং প্রাচ্যে এরের বাড়বাড়ন্ত থাকে। ডুমুর গাছগুলো ঝোপালো আকৃতির হয়। ডুমুর গাছের কাণ্ড খুবই নমনীয়। সাধারণত ডুমুর গাছের দৈর্ঘ্য ৭ থেকে ৯ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। পাতাগুলি চেরা এবং ফিকাস-এর বিভিন্ন বৈচিত্র্যের মধ্যে পার্থক্য করার মাপকাঠির মধ্যে অন্যতম। প্রতিটি পাতার গোড়ায় গোড়ায় ফল জমে থাকে। এই ফল কম করে ৭০ থেকে ৯০টি ফল হতে। জমিতে চাষ করা ছাড়াও টবেও অনেক ডুমুর ফলের চাষ করেন। ডুমুর গাছ প্রায় ৩৪-৩৫ বছর পর্যন্ত নিজেই ফলন ধরে রাখে। শতবর্ষ পর্যন্ত



বাঁচতে পারা এই গাছে তিন মাসের ভেতরেই ফল ফলে।
বংশ বিস্তার ও চারা মূল্য এই গাছগুলো যেমন বৃদ্ধি কম হয়, তেমনি এর কাণ্ড খুব নরম প্রকৃতির হয়। তাই ডুমুরের যেমন বিস্তারের অনেক পদ্ধতি থাকলেও সবচেয়ে সহজ ও ভাল পদ্ধতি হল কাটিং। কাটিং পদ্ধতিতে বংশ বিস্তারে শতকরা প্রায় ৯৮% চারাই টিকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কাটিংয়ের এক মাসের মধ্যেই চারা মূল টবে লাগানোর উপযুক্ত হয়। টবে কাটিং লাগানোর ৪-৫ মাসের মধ্যেই ডুমুর ফল পাওয়া যায়। দুই মাস বয়সি চারার মূল্য ১০০ টাকা থেকে ১৫০ টাকা। এখন বিভিন্ন নার্সারি ও ই-কমার্শ সংস্থা থেকে এই চারা পাওয়া যায়।

টবে ডুমুর ফলের চাষ পদ্ধতি খোলা মাঠ ছাড়াও টবের মধ্যে ছাদ বাগানে ডুমুর চাষ করে ভাল ফলন পাওয়া গেছে। ছাদে মিষ্টি ডুমুরের চারা লাগানোর জন্য ১২-২০ ইঞ্চি মাটির গাছটির আয়ত প্রায় ১০০ কব। ছাদে তিন মাসের তলায় ৩-৫টি ছিদ্র করে নিতে হবে। যাতে গাছের গোড়ায় জল জমে না থাকে। টব বা ড্রামের তলার ছিদ্রগুলো ইটের ছোট টুকরা দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। টব বা ড্রামের গাছটিকে ছাদের এমন

আনেক দেশে এর চাষ হয়, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য এবং পশ্চিম এশিয়ায় এটি বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করা হয় এবং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। আফগানিস্তান থেকে পর্তুগাল পর্যন্ত এই ফলের বাণিজ্যিক চাষ হয়ে থাকে। ডুমুর ফলটির নামের সঙ্গে সবাই হয়তো পরিচিত নন।
মক্কাতেই এই ফলের চাষ খুব ভাল পরিমাণে হলেও, বর্তমানে ভারতের এই বিশেষ প্রজাতির ফলের চাষাবাদ বেশ দ্রুত গতিতে হচ্ছে। কৃষকরা এই ডুমুর জাতীয় ফলের চাষ নিয়ে বেশ আশাবাদী।
ডুমুর গাছের আকৃতি ডুমুর গাছ খুব দ্রুত বেড়ে উঠতে পারে। তবে এই গাছের চারিদিকে ছড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করার মতো। এই কারণে ডুমুর গাছের দৈর্ঘ্য বেশি হয় না, বরং প্রাচ্যে এরের বাড়বাড়ন্ত থাকে। ডুমুর গাছগুলো ঝোপালো আকৃতির হয়। ডুমুর গাছের কাণ্ড খুবই নমনীয়। সাধারণত ডুমুর গাছের দৈর্ঘ্য ৭ থেকে ৯ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। পাতাগুলি চেরা এবং ফিকাস-এর বিভিন্ন বৈচিত্র্যের মধ্যে পার্থক্য করার মাপকাঠির মধ্যে অন্যতম। প্রতিটি পাতার গোড়ায় গোড়ায় ফল জমে থাকে। এই ফল কম করে ৭০ থেকে ৯০টি ফল হতে। জমিতে চাষ করা ছাড়াও টবেও অনেক ডুমুর ফলের চাষ করেন। ডুমুর গাছ প্রায় ৩৪-৩৫ বছর পর্যন্ত নিজেই ফলন ধরে রাখে। শতবর্ষ পর্যন্ত

জায়গায় রাখতে হবে, যেখানে সব সময় রোদ থাকে। এবার ২ ভাগ বেলে দো-আঁশ মাটি, ১ ভাগ গোবর, ২০-৪০ গ্রাম টিএসপি সার, ২০-৪০ গ্রাম পটাশ সার এবং ২০০ গ্রাম হাড়ের গুঁড়ো একত্রে মিশিয়ে ড্রাম বা টবে জল দিয়ে রেখে দিতে হবে ১০-১২ দিন। এরপর মাটি কিছুটা খুঁচিয়ে দিয়ে আবার ৪-৫ দিন একইভাবে রেখে দিতে হবে। মাটি ঘন বুরগুয়ে হতে তখন একটি সবল-সুস্থ মিশরীয় মিষ্টি ডুমুরের কাটিং চারা টব বা ড্রামে রোপন করতে হবে। চারা গাছটিকে সোজা করে লাগাতে হবে। সেই সাথে গাছের গোড়ায় মাটি কিছুটা উঁচু করে দিতে হবে এবং মাটি হাত হাতে চোখে চেপে চেপে দিতে হবে। যাতে গাছের গোড়া দিয়ে বেশি জল না ঢুকতে পারে। একটি সোজা কাটিং দিয়ে গাছটিকে বেঁধে দিতে হবে। চারা লাগানোর পর প্রথমদিকে জল কম দিতে হবে। আস্তে আস্তে জল বাড়াতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন গাছের গোড়ায় জল জমে না থাকে, আবার বেশি শুকিয়েও না যায়।

পরিচর্যা অন্যান্য ফল গাছের তুলনায় ডুমুর গাছে খুব দ্রুত ফল ধরে। একটি ডুমুরের কাটিং চারা লাগানোর ৪-৫ মাস পর থেকেই ফল দিতে শুরু করে। তাই গাছ লাগানোর ২-৩ মাস পর থেকেই টবের

গাছকে নিয়মিত অল্প অল্প খাবার দেওয়া প্রয়োজন। ডুমুর ফলের গাছ চাষে রাসায়নিক সারের প্রয়োজন পড়ে না। জৈব সারের ব্যবহারে জমিতে ও টবে এই গাছ লাগিয়ে ডুমুর ফলানো খুবই সহজ। সে অন্যান্য ১০-১৫ দিন পর পর সরিষার খোলে পচা জল দিতে হবে। সরিষার খোল গাছে দেওয়ার কমপক্ষে ১০ দিন আগে জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর সেই পচা খোলের জল পাতলা করে গাছের গোড়ায় দিতে হবে। ১ বছর পর টবের আংশিক মাটি পরিবর্তন করে দিতে হবে। শীতকাল পড়ার আগে অথবা বর্ষাকালের শেষের পর্যায়ে টবের মাটি পরিবর্তন করা উচিত। ২ ইঞ্চি প্রস্থে এবং ৬ ইঞ্চি গভীরে শিকরসহ মাটি ফেলে দিয়ে নতুন সার মিশ্রিত মাটি দিয়ে তা ভরে দিতে হবে। ১০-১৫ দিন অন্তর অন্তর টব বা ড্রামের মাটি কিছুটা খুঁচিয়ে দিতে হবে।

ফলন প্রতিটি গাছ থেকে প্রথম বছরে এক কেজি, দ্বিতীয় বছরে ৭ থেকে ১১ কেজি, তৃতীয় বছরে ২৫ কেজি পর্যন্ত ফল ধরে। এভাবে ক্রমবর্ধিত হারে একটানা ৩৪ বছর পর্যন্ত ফল দিতে থাকে। গাছটির আয় প্রায় ১০০ কব। তিন মাসের মধ্যেই শতভাগ ফলন আসে। আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত ডুমুর আকৃতির এই ফল সবার দৃষ্টি কেড়েছে।

পোকামাকড় ও রোগ নিয়ন্ত্রণ: নেমাটড (Nematodes) পোকা ডুমুর গাছের ব্যাপক ক্ষতি করে। Arthropod পোকাও ডুমুর গাছের পক্ষে শুভ নয়। ফল ভেঙ্গে যাওয়ার মতো রোগ (fruit splitting) গরমকালে অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে হতে পারে। Alternaria, Aspergillus, Botrytis, এবং Penicillium fungi-এর মতো রোগ থেকে গাছকে বাঁচাতে গেলে ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করা উচিত।

ডুমুরের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা ডুমুর একটি সম্ভাবনাময় ফসল। যা চাষ করে দেশের বেকারত্ব দূর এবং রফতানি করে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। লিখেছেন বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক **তন্ময় মণ্ডল** ও অধ্যাপক **ফটিক কুমার বাউড়ি**।
ডুমুরের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা ডুমুর একটি সম্ভাবনাময় ফসল। যা চাষ করে দেশের বেকারত্ব দূর এবং রফতানি করে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। লিখেছেন বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক **তন্ময় মণ্ডল** ও অধ্যাপক **ফটিক কুমার বাউড়ি**।
ডুমুরের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা ডুমুর একটি সম্ভাবনাময় ফসল। যা চাষ করে দেশের বেকারত্ব দূর এবং রফতানি করে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। লিখেছেন বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক **তন্ময় মণ্ডল** ও অধ্যাপক **ফটিক কুমার বাউড়ি**।
ডুমুরের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা ডুমুর একটি সম্ভাবনাময় ফসল। যা চাষ করে দেশের বেকারত্ব দূর এবং রফতানি করে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। লিখেছেন বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক **তন্ময় মণ্ডল** ও অধ্যাপক **ফটিক কুমার বাউড়ি**।
ডুমুরের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা ডুমুর একটি সম্ভাবনাময় ফসল। যা চাষ করে দেশের বেকারত্ব দূর এবং রফতানি করে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। লিখেছেন বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক **তন্ময় মণ্ডল** ও অধ্যাপক **ফটিক কুমার বাউড়ি**।
ডুমুরের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা ডুমুর একটি সম্ভাবনাময় ফসল। যা চাষ করে দেশের বেকারত্ব দূর এবং রফতানি করে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। লিখেছেন বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক **তন্ময় মণ্ডল** ও অধ্যাপক **ফটিক কুমার বাউড়ি**।
ডুমুরের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা ডুমুর একটি সম্ভাবনাময় ফসল। যা চাষ করে দেশের বেকারত্ব দূর এবং রফতানি করে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। লিখেছেন বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক **তন্ময় মণ্ডল** ও অধ্যাপক **ফটিক কুমার বাউড়ি**।
ডুমুরের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা ডুমুর একটি সম্ভাবনাময় ফসল। যা চাষ করে দেশের বেকারত্ব দূর এবং রফতানি করে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। লিখেছেন বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক **তন্ময় মণ্ডল** ও অধ্যাপক **ফটিক কুমার বাউড়ি**।
ডুমুরের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা ডুমুর একটি সম্ভাবনাময় ফসল। যা চাষ করে দেশের বেকারত্ব দূর এবং রফতানি করে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। লিখেছেন বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক **তন্ময় মণ্ডল** ও অধ্যাপক **ফটিক কুমার বাউড়ি**।
ডুমুরের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা ডুমুর একটি সম্ভাবনাময় ফসল। যা চাষ করে দেশের বেকারত্ব দূর এবং রফতানি করে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। লিখেছেন বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক **তন্ময় মণ্ডল** ও অধ্যাপক **ফটিক কুমার বাউড়ি**।
ডুমুরের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা ডুমুর একটি সম্ভাবনাময় ফসল। যা চাষ করে দেশের বেকারত্ব দূর এবং রফতানি করে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। লিখেছেন বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক **তন্ময় মণ্ডল** ও অধ্যাপক **ফটিক কুমার বাউড়ি**।
ডুমুরের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা ডুমুর একটি সম্ভাবনাময় ফসল। যা চাষ করে দেশের বেকারত্ব দূর এবং রফতানি করে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। লিখেছেন বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক **তন্ময় মণ্ডল** ও অধ্যাপক **ফটিক কুমার বাউড়ি**।
ডুমুরের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা ডুমুর একটি সম্ভাবনাময় ফসল। যা চাষ করে দেশের বেকারত্ব দূর এবং রফতানি করে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। লিখেছেন বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক **তন্ময় মণ্ডল** ও অধ্যাপক **ফটিক কুমার বাউড়ি**।
ডুমুরের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা ডুমুর একটি সম্ভাবনাময় ফসল। যা চাষ করে দেশের বেকারত্ব দূর এবং রফতানি করে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। লিখেছেন বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক **তন্ময় মণ্ডল** ও অধ্যাপক **ফটিক কুমার বাউড়ি**।
ডুমুরের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা ডুমুর একটি সম্ভাবনাময় ফসল। যা চাষ করে দেশের বেকারত্ব দূর এবং রফতানি করে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। লিখেছেন বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক **তন্ময় মণ্ডল** ও অধ্যাপক **ফটিক কুমার বাউড়ি**।
ডুমুরের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা ডুমুর একটি সম্ভাবনাময় ফসল। যা চাষ করে দেশের বেকারত্ব দূর এবং রফতানি করে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। লিখেছেন বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক **তন্ময় মণ্ডল** ও অধ্যাপক **ফটিক কুমার বাউড়ি**।
ডুমুরের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা ডুমুর একটি সম্ভাবনাময় ফসল। যা চাষ করে দেশের বেকারত্ব দূর এবং রফতানি করে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। লিখেছেন বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক **তন্ময় মণ্ডল** ও অধ্যাপক **ফটিক কুমার বাউড়ি**।
ডুমুরের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা ডুমুর একটি সম্ভাবনাময় ফসল। যা চাষ করে দেশের বেকারত্ব দূর এবং রফতানি করে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। লিখেছেন বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক **তন্ময় মণ্ডল** ও অধ্যাপক **ফটিক কুমার বাউড়ি**।
ডুমুরের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা ডুমুর একটি সম্ভাবনাময় ফসল। যা চাষ করে দেশের বেকারত্ব দূর এবং রফতানি করে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। লিখেছেন বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক **তন্ময় মণ্ডল** ও অধ্যাপক **ফটিক কুমার বাউড়ি**।
ডুমুরের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা ডুমুর একটি সম্ভাবনাময় ফসল। যা চাষ করে দেশের বেকারত্ব দূর এবং রফতানি করে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। লিখেছেন বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক **তন্ময় মণ্ডল** ও অধ্যাপক **ফটিক কুমার বাউড়ি**।
ডুমুরের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা ডুমুর একটি সম্ভাবনাময় ফসল। যা চাষ করে দেশের বেকারত্ব দূর এবং রফতানি করে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। লিখেছেন বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক **তন্ময় মণ্ডল** ও অধ্যাপক **ফটিক কুমার বাউড়ি**।
ডুমুরের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা ডুমুর একটি সম্ভাবনাময় ফসল। যা চাষ করে দেশের বেকারত্ব দূর এবং রফতানি করে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। লিখেছেন বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক **তন্ময় মণ্ডল** ও অধ্যাপক **ফটিক কুমার বাউড়ি**।
ডুমুরের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা ডুমুর একটি সম্ভাবনাময় ফসল। যা চাষ করে দেশের বেকারত্ব দূর এবং রফতানি করে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। লিখেছেন বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক **তন্ময় মণ্ডল** ও অধ্যাপক **ফটিক কুমার বাউড়ি**।
ডুমুরের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা ডুমুর একটি সম্ভাবনাময় ফসল। যা চাষ করে দেশের বেকারত্ব দূর এবং রফতানি করে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। লিখেছেন বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক **তন্ময় মণ্ডল** ও অধ্যাপক **ফটিক কুমার বাউড়ি**।
ডুমুরের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা ডুমুর একটি সম্ভাবনাময় ফসল। যা চাষ করে দেশের বেকারত্ব দূর এবং রফতানি করে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। লিখেছেন বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক **তন্ময় মণ্ডল** ও অধ্যাপক **ফটিক কুমার বাউড়ি**।
ডুমুরের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা ডুমুর একটি সম্ভাবনাময় ফসল। যা চাষ করে দেশের বেকারত্ব দূর এবং রফতানি করে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। লিখেছেন বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ